হরিণাকুন্ডুতে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় অভিযোগ দায়ের

সাংবাদিক সুদিপ্ত সালমকে প্রাননাশের হুমকি দিয়েছেন ২ নং জোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য শলোক মোল্লা। সুদিপ্ত সালাম হরিণাকুন্ডু প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও দৈনিক গ্রামের কন্ঠ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টর হিসাবে কর্মরত আছেন।

জানা যায়, ইউপি সদস্য সলোক মেম্বার প্যানেল চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম বাবু মিয়ার অনুপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছামত পরিষদ থেকে সরকারি পাটের বীজ নিয়ে তার ভাই পলোক মোল্লার দোকানে রেখে বিক্রি করছেন, এমন সংবাদের প্রেক্ষিতে সাংবাদিক সুদিপ্ত সালাম ২৩ এপ্রিল বিকেলে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান।

পরে বিকেল ৫ঃ০৫ মিনিটে শলোক মোল্লার বিবৃতি নিতে তার নম্বরে ফোন করেন। এরপর সন্ধ্যা ৬ঃ৩২ মিনিটে শলোক মোল্লা তার ০১৯১৭২৪০৬১৩ মোবাইল নং থেকে সুদিপ্ত সালামকে ফোন করে অকথ্য গালিগালাজ করেন ও সংবাদ প্রকাশ করা হলে সুদিপ্ত সালামকে মেরে ফেলার হুমকি দেন (রেকর্ড সংরক্ষিত)।

এ বিষয়ে সাংবাদিক সুদিপ্ত সালাম বলেন, আমাকে হত্যার হুমকির প্রেক্ষিতে ইউপি সদস্য সলোক মোল্লার বিরুদ্ধে আমি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছি।

হরিণাকুন্ডু পাট ও বস্ত্র কর্মকর্তা মিঠুন বিশ্বাস জানান, প্রান্তীক চাষীদের মাঝে সার বীজ বন্ঠন করা হয়েছে এই বীজ নিয়ে কেও কোন দুর্নীতি করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিনাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিককে হত্যার হুমকির বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিনাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহা বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। পাট কর্মকর্তাকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দিতে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্হা গ্রহন করা হবে।

হরিণাকুন্ডু প্রেসক্লাবের সভাপতি এম সাইফুজ্জামান তাজু, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান খন্দকার আছিফুর রহমান, কেন্দ্রীয় মহাসচিব মোঃ সুমন সরদার সহ সংগঠনের সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হত্যার হুমকিদাতাকে গ্রেফতারের দাবীতে ও প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে সাংবাদিক সমাজ।

গাংনীতে মসজিদের দানবাক্সের টাকা চুরি করতে গিয়ে ইমাম আটক

নিজে একটি জামে মসজিদের পেশ ইমাম। তবে, তার নেশা অন্য মসজিদের দান বাকসের টাকা চুরি। শুধু টাকা নয়, মসজিদের অন্যান্য জিনিসপত্রও চুরি করা তার পেশা।

এ যেনো চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম গ্রামের জামে মসজিদের তালা ভেঙ্গে টাকা চুরির সময় ধরা পড়লেন কাজী আল হেলাল (৪৫) নামের এক চোর।

কাজী আল হেলাল (৪৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাঙবাড়িয়া গ্রামের মৃতু ডাক্তার কাজী সদর উদ্দীনের ছেলে। সে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আবুরী জামে মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে কর্মরত।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের গোয়ালগ্রামের একটি জামে মসজিদের দান বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা পয়সা চুরি করেন। এসময় মসজিদ কমিটির সভাপতি মসজিদ পরিষ্কার করতে গিয়ে তাকে টাকা চুরি করা অবস্থায় আটক করেন।

জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মহসিন আলী জানান, গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টির কারনে পাতা ও ধুলো পড়ে নোংরা হয়ে ছিলো মসজিদটি।

নোংরা পরিস্কার করার জন্য মসজিদে যায়। মসজিদের প্রধান ফটক সামান্য খোলা দেখতে পাই প্রথমে।

পরে ভিতরে গিয়ে দেখি চোর দান বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা পয়সা ব্যাগে করে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হৈ চৈ শুরু করলে আশে পাশের লোকজন এসে তাকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করি।

তিনি বলেন এর আগেও মুসল্লি সেজে দু দফা একই মসজিদের দান বাকসের টাকা চুরি করেছে সে। এছাড়া গাংনীর আরেকটি মসজিদের মটর চুরির করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে উত্তম মাধ্যম খেয়েছে। তার নামে নিজ এলাকাতেও একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

আটক কাজী আল হেলালের কাছে তালা ভাঙ্গার কাজে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার , সাইকেলের স্পোক এবং একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন মসজিদ কমিটির সভাপতি বাদী হয়ে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমতির আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলের অফিসার্স ক্লাবে সুধিজনদের নিয়ে এ ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন , দামুড়হুদা উপজেলা আ . লীগের সভাপতি ও সাবেক জেলা পরিষদের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু , জেলা ওয়ার্কাস পাটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান , কেরুজ চিনিকলের মহা -ব্যাবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দীন , দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ, এইস, এম লুৎফুল

কবীর, দামুড়হুদা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক, পারকৃষ্ণপুর মদনা-ইউপি চেয়ারম্যান এস,এ,এম জাকারিয়া আলম, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা গণউন্নয়ণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা কবি ও সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান, দর্শনা থানা যুবদলের সচিব জালাল উদ্দীন। এসময় সাংবাদিকদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এস,এম ওসমান, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, ক্রীড়া সম্পাদক রাজিব মল্লিক, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, সদস্য মাসুম বিল্লাহ, হাসমত আলী, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, আবজালুল হক বাদল, আ. হান্নান, আবিদ হাসান রিফাত, ফরহাদ হোসেন, ইয়াছিন আরাফাত জুয়েল প্রমুখ। ইফতারের আগে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর আ. লীগ নেতার নেতৃত্বে চলছে মাটি কাটার মহোৎসব

জীবননগরে কোন ভাবেই থামছে না ফসলি জমির মাটি ও ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রির মহোৎসব। বন ও পরিবেশ আইন অমান্য করে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় একটি চক্র দেদারছে মাটি কেটে বিক্রি করলেও তেমন কোন পদক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রশাসনের।

স্থানীয় প্রশাসন মাঝে মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করলেও তা আমলে নিচ্ছেন না মাটি ব্যবসায়ীরা। আর বিভিন্ন স্থানে মাটি সরবরাহে রয়েছে ট্রাক। মাটিবাহী এসব ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচলে পৌরসভা ও ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে।

নদীর মাটি খেকো ও মাটি বেপারীদের বেপরোয়া কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকলেও প্রভাবশালীদের ভয়ে

কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আইন অমান্য করে এস্কেভেটর দিয়ে দিবা-রাত্রি চলছে ফসলি জমির মাটি ও ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রির মহোৎসব। ভৈরব নদী খননের ছোট বড় ৮-১০ এস্কেভেটর দিয়ে নিজেদের মন মত স্থানে যেয়ে কাটা হচ্ছে মাটি।

৪০ থেকে ৫০টি ট্রাক্টরযোগে এসব মাটি তোলা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের নিকট থেকে এই চক্রটি বিভিন্ন স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগায় মাটি দেয়ার দোহাই দিয়ে উপজেলার সবর্ত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি মাটি কাটার সিন্ডিকেট।

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় খালখন্দ, বাড়িঘর নির্মাণে ভরাটের কাজে আর মাটির বেশির ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মা-বাবা ইট ভাটা, সীমান্ত ইউনিয়নের মোল্লা ইট ভাটা, ভিভি, বাকা ইউনিয়নের এন,বি,এম ইট ভাটা।

উপজেলার মনোহরপুর,আন্দুলবাড়িয়া,বাকার মরা নদী পুণ খননের মাটি কেটে ট্রাক দিয়ে এসব ভাটায় ইট প্রস্তুতের জন্য মাটি জমা করা হচ্ছে।

প্রভাবশালী একটি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আরও কয়েকটি সিন্ডিকেট। এদিকে স্থানীয় ব্যাক্তিরা অভিযোগ করে বলেন মাটি কাটা সিন্ডিকেটগুলোর নিয়ন্ত্রণ করেন মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মনোহরপুর ইউপি সদস্য মোঃ গোলাম রসুল ও মনোহরপুর গ্রামের বাবলু।

মা-বাবা ইট ভাটার মালিক মোঃ শাজাহান আলী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা প্রশাসনকে ম্যানেজ করে ভৈরব নদী খননের মাটি নিজের ইট ভাটায় জমা রাখেন। আর এর বিনিময়ে তাদের পকেটে ঢুকছে লাখ-লাখ টাকা।

স্থানীয়দের অভিমত, বর্তমান সরকার মরা নদী খনন করার যে উদ্যেগ গ্রহন করেছে তা একটি মহতী কাজ কিন্তু নদী খনন হতে না হতেই একটি চক্র গাড়ি প্রতি ১ হাজার ১শ টাকা দরে দুই পাড়ের মাটি বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রয় করছে।

তাদের অভিমত বেপরোয়া মাটি খেকোদের না রুখলে মনোহরপুর ও কালা গ্রামের ভৈরব নদীর আশপাশের ফসলি জমি গুলো অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে।

অপরদিকে, ভৈরব নদী খননের মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাড়ি নির্মাণ, ডোবা ভরাট, , বিভিন্ন বেসরকারি ও মালিকানাধীন স্থাপনা নির্মাণ এবং ইট ভাটাসহ বিভিন্ন কাজে। অনেকে আবার অনুমতি ছাড়াই ভৈরব নদীর মাটি বিক্রি করে দিচ্ছেন।

শুধু দিনের আলোয় নয়, রাতের আধাঁরেও চলে ভৈরব নদী কাটা। প্রশাসনের নজরদারি এড়াতে মাটি ব্যবসায়ীরা রাতের সময়কে উত্তম হিসাবে বেছে নেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিন্ডিকেটের এক সদস্য জানান, এক ট্রাক কাটা মাটি বিক্রি করা হয় ১১শ থেকে ১২শ টাকায়। মাটি ইটের ভাটায় সরবরাহ করা ১২শ টাকার মধ্যে গাড়ি ভাড়া, আর লেবার খরচ দিতে হয় ১হাজার টাকা আর ২০০ টাকা দিতে হয় সিন্ডিকেটর প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী জনপ্রতিনিধি গোলাম রসুলকে ।

এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় প্রশাসন জেল জরিমানা করার এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে আবার পুরোদমে মাটি কাটার কাজ শুরু করেন মাটি ব্যবসায়ীরা। আবার অনেক মাটি ব্যবসায়ী কৌশল পরিবর্তন করে দিনের বদলে রাতের বেলায় ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রি করে সাবাড় করছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, গ্রামীণ পাকা সড়ক দিয়ে প্রতিদিন শত শত মাটির ট্রাক চলাচলের কারণে সড়ক নির্মাণের দুই/এক বছরের মধ্যে তা ভেঙে যেতে শুরু করেছে এবং রাস্তা দিয়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। সড়কে দ্রুত গতির বালু ও মাটিবাহী গাড়িগুলোর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসায়ীরা ও চলাচলে অসুবিধায় পড়ে স্কুলগামী কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি সদস্য মোঃ গোলাম রসুল বলেন, আমি কোন মাটি কাটা সিন্টিকেটের সাথে জড়িত না। আমি শুধু মাত্র মনোহরপুর হাইস্কুল, কবর স্থান, ঈদগা মাঠে মাটি দিয়েছি। এখানে কোন আর্থিক লেনদেন হয়নি বা করিনি। আর আমি কারও কাছ থেকে টাকা গ্রহন করিনি। যারা এ কথা বলেছে তারা আমার উপর শত্রুতা করে বলেছে।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসেন খান বলেন, ভৈরব নদী খনন হচ্ছে এটা আসলেই একটা মহতী কাজ নদী খননের মাটি বিক্রির বিষয়ে আমি শুনেছি কিন্তু কারা এই সিন্টিকেটের সাথে জড়িত এটা আমি জানি না ।

জীবননগরন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আরিফুল ইসলাম বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে মাটি কাটা বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

গাংনীতে বিএনপির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি কার্যালয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী উপজেলা বিএনপি সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি আহবায়ক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, গাংনী পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচীব জাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক সাজেদুর রহমান

বিপ্লব , ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া , সিনিয়র সহসভাপতি তারেক রহমান , কারাবরণকারী নেতৃবৃন্দ সহ দেশ ও মানুষের কল্যাণ কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইফতার ও দোয়ার মাহফিলে বিএনপি , যুবদল , সেচ্ছাসেবকদল , ছাত্রদলের স্থানীয় নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আল মাদরাসাতুল আরাবিয়া দারুল সুন্নাহ মাদ্রাসার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরে আল মাদরাসাতুল আরাবিয়া দারুল সুন্নাহ মাদ্রাসার উদ্যোগে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের দক্ষিণ শালিকা গ্রামের আল মাদরাসাতুল আরাবিয়া দারুল সুন্নাহ মাদ্রাসায় এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রবাসী জুয়েল আহমেদের আর্থিক সহযোগিতা ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন , মাদ্রাসার জমিদাতা মোঃ জাব্বারুল ইসলাম , মাদ্রাসার ইমান মোঃ আসরাফুল ইসলাম , শিক্ষক মোঃ শাহাবুল ইসলাম , বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মেহেদি হাসান সহ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আলফাজ আলী (৫৫) নামের এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার একই গ্রামের হাফিজের বাড়ীতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরন করে।

আলফাজ আলী একই গ্রামের হঠাৎপাড়ার মৃত হিয়াৎ আলীর ছেলে। জানা গেছে আলফাজ আলী পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। প্রতিদিনের ন্যায় বৃহস্পতিবার গ্রামের হাফিজের বাড়িতে কাজ করছিলেন।

কাজের সময় অসাবধনতাবশত বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরন করেন। আলফাজ আলীর মৃত্যুতে তার পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জীবননগরে সামাজিক সমস্যা নিরসন শীষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জীবননগরে সন্ত্রাস , জঙ্গিবাদ , সামাজিক সমস্যা নিরসন শীষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জীবননগর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিতা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এবং সামাজিক সমস্যা নিরসন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আব্দুল হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , জীবননগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালাম ইশা , মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি , জীবননগর থানার ওসি অপারেশন মাহবুবুর রহমান।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কমকতা মোহাম্মদ দীন ইসলামসহ অনুষ্ঠানে জীবননগর উপজেলার আলেম ও ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষায়ক মতবিনিময় সভা

জীবননগরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষায়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ বেতারের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান তারুণ্যের কণ্ঠ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ বেতারের উপস্থাপক সজীব দত্তের সভাপতিত্বে এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর সরকারি আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মামুনুজ্জামান, দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রতিনিধি কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল, মাই টিভির প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষায়ক বক্তব্য রাখেন, জীবননগর সরকারি আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী রাবেয়া খাতুন, সানজিদা আক্তার, সাদিয়া তাসমিম, জান্নাতুল মাওয়া এবং জীবননগর ডিগ্রী কলেজের ছাত্র রিয়াদ হাবিব।

উল্লেখ্য অনুষ্ঠানটি গত ৭বছর ধরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই,ই,এম ইউনিটের আর্থিক সহযোগিতায় জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠি সেল বাংলাদেশ বেতার সারাদেশে আয়োজন করে চলেছে।

গাংনী শহরে মাদকাসক্ত স্বামীকে টাকা না দেওয়ায় মারধর। স্ত্রীর বিষপান

গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকায় মাদকাসক্ত স্বামীর সাথে টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়ার জের ধরে স্ত্রী শান্তনা খাতুন (২৫) বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন।

শান্তনা খাতুন গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার শ্যামলী পরিবহণ বাসের হেলপার সবুজ আহম্মেদের স্ত্রী। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে নিজ বাড়িতে বিষপান করেন তিনি।

পরিবারের লোকজনের সামনেই বিষপান করেন এই গৃহবধু। পরে মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) সোহাগ আহম্মেদ জানান বর্তমানে তার অবস্থা আশংকামুক্ত। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে।

পরিবারের লোকজন জানান , বিকালের দিকে মাদকাসক্ত স্বামী সবুজ আহমেদ ২০ টাকা দাবী করেছিল স্ত্রী শান্তনা খাতুনের কাছে। শান্তনার কাছে এক শ টাকার নোট থাকায় সে টাকা দিতে পারেনি।

টাকা না পেয়ে সবুজ তার কাছে থাকা একটি এন্ড্রয়েট ফোন আঁচড়ে ভেঙ্গে ফেলে। এতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় ঝগড়া। পরে স্ত্রীকে মারধর করে সবুজ আহম্মেদ।

মারধরের জের ধরে ঘরে থাকা ঘাঁস মারা বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন স্ত্রী শান্তনা খাতুন।